51st BCS Preli Written Combined Program

51st BCS Pioneer Service

Daily Live Exam Bangladesh Affairs-01

MCQ Master Set: 1 (Question & Solution)

Question 1

বাংলাদেশের প্রাচীনতম জাতি কোনটি?

- A আর্য
- B দ্রাবিড়
- C অস্ট্রিক ✔
- D মোঙ্গল

Solution:
বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী হলো অস্ট্রিক। পরবর্তীকালে দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, এবং আর্যসহ বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে বাঙালি জাতি গড়ে ওঠে। অস্ট্রিকদের মতোই প্রাচীনকালে দ্রাবিড় গোষ্ঠীও বঙ্গে বসতি স্থাপন করেছিল এবং অনেকে এদেরই বাংলার ভূমিপুত্র বলে মনে করেন।

Question 2

আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল?

- A হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের দক্ষিণে
- B ইউরাল পর্বতের দক্ষিণে তৃণভূমি অঞ্চলে ✔
- C আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব পাহাড়ি এলাকায়
- D ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে

Solution:
আর্য নরগোষ্ঠী:
- যারা ল্যাটিন-হিব্রু-জার্মান ভাষায় কথা বলে।
- আদিনিবাস: ইউরোপের ইউরাল পর্বতের দক্ষিণের তৃণভূমি এলাকায়।
- ধর্ম: সনাতন (ধর্মগ্রন্থ: বেদ)।
- ভারতবর্ষে প্রবেশ: খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে।
- বঙ্গে প্রবেশ: ১৪০০ বছর পর খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতকে।

Question 3

কোন নদীটি বঙ্গ জনপদের উত্তরাঞ্চলের সীমানা ছিল?

A পদ্মা ✔

B মেঘনা

C যমুনা

D সুরমা

Solution:
বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, পাবনা, ফরিদপুর নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি এবং পশ্চিমের উচ্চভূমি যশোর, কুষ্টিয়া, নদীয়া, শান্তিপুর ও ঢাকার বিক্রমপুর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত। পদ্মা নদীটি বঙ্গ জনপদের উত্তরাঞ্চলের সীমানা ছিল।

Question 4

প্রাচীন বাংলার পুণ্ড্র জনপদ অঞ্চলভুক্ত এলাকা-

A চাঁপাইনবাবগঞ্জ

B কুষ্টিয়া

C পঞ্চগড়

D বগুড়া ✔

Solution:
পুণ্ড্র প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও সর্বপ্রাচীন জনপদ। **বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর** ও ভাগীরথী নদী হতে করতোয়া নদী পর্যন্ত। রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর, বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে পুণ্ড্র রাজ্যের স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হয়। বাংলাদেশের প্রাচীন শিলালিপি (অশোক লিপি) পাওয়া যায় এই জনপদেই।

Question 5

কোনটি বাংলার প্রাচীন জনপদের নাম নয়?

(A) গৌড়

(B) পুণ্ড্র

(C) মৌর্য ✔

(D) রাঢ়

Solution:
গৌড়, পুণ্ড্র এবং রাঢ় এগুলো হলো প্রাচীন বাংলার জনপদ। অন্যদিকে মৌর্য নামে প্রাচীন বাংলায় একটি রাজবংশ ছিল।

Question 6

বাংলার প্রাচীনতম বন্দরের নাম কী?

(A) চন্দ্রকেতুগড়

(B) তাম্রলিপ্ত ✔

(C) সমন্দর

(D) গঙ্গারিডাই

Solution:
তাম্রলিপ্ত প্রাচীন বাংলার (বর্তমানে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক) একটি বিখ্যাত প্রাচীন নগরী ও সমুদ্রবন্দর। এটি গঙ্গা ও রূপনারায়ণ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, গ্রিস ও রোমের সাথে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল

Question 7

বাংলায় প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক কে?

(A) হিউয়েন সাং

(B) ফা হিয়েন ✔

(C) জেন ডং

D ই-সিন

Solution:
বাংলায় আগত প্রথম চৈনিক পরিব্রাজক হলেন ফা-হিয়েন। তিনি আনুমানিক ৩৮০ থেকে ৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় আগমন করেন। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তিনি ভারতে পরিভ্রমণ করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ ফো-কুয়ো-কিং।

Question 8

বর্তমান বৃহৎ বরিশাল ও ফরিদপুর এলাকা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

A সমতট

B বঙ্গ ✔

C রাঢ়

D পুণ্ড্রবর্ধন

Solution:
বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, পাবনা, ফরিদপুর নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ ও পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি এবং পশ্চিমের উচ্চভূমি যশোর, কুষ্টিয়া, নদীয়া, শান্তিপুর ও ঢাকার বিক্রমপুর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্গত। পদ্মা নদীটি বঙ্গ জনপদের উত্তরাঞ্চলের সীমানা ছিল।

Question 9

ইবনে বতুতা কোন শতকে বাংলাদেশে আসেন?

A সপ্তদশ

B ত্রয়োদশ

C চতুর্দশ ✔

D অষ্টাদশ

Solution:
উপমহাদেশ/বাংলায় ভ্রমণকারী উল্লেখযোগ্য পরিব্রাজক ইবনে বতুতা। ইবনে বতুতা মরক্কো ১৩৩৪ সালে ভারতে এবং ১৩৪৬ সালে বাংলায় দিল্লিতে মুহম্মদ বিন তুঘলক এবং বাংলায় ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের আমলে ভ্রমণ করেন। পুরো নাম: শেখ আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ।

প্রাচীন ভারতে কে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ঐক্য স্থাপন করেন?

Question 10

(A) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ✔

(B) আকবর

(C) শশাঙ্ক

(D) অশোক

Solution:
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী পুরুষ এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দে তিনি প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় ঐক্য রাষ্ট্র স্থাপন করার মাধ্যমে ২৯৮ খ্রিষ্টপূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অন্যদিকে, মৌর্য সাম্রাজ্যের তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সম্রাট অশোক এবং সর্বশেষ মৌর্য সম্রাট ছিলেন বৃহদ্রথ।

Question 11

গঙ্গারিডই সম্পর্কে জানার উৎস-

(A) চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ

(B) গ্রিক লেখকদের বিবরণ ✔

(C) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

(D) হিন্দু ধর্মগ্রন্থ

Solution:
গঙ্গারিডই মৌর্য যুগে শক্তিশালী রাজ্য ছিল। গ্রিক লেখকদের মতে, গঙ্গা নদীর দুটি স্রোত ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী অঞ্চলে গঙ্গারিডই (গঙ্গারিদ্ধি) জাতির বসবাস।

Question 12

অশোক কোন বংশের সম্রাট ছিলেন?

(A) পুষ্যভূতি

(B) গুপ্ত

(C) কুশান

(D) মৌর্য ✔

Solution:
মহামতি অশোক খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ অব্দ পর্যন্ত ভারত শাসন করেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র, নৃপতি বিন্দুসারের পুত্র অশোক মৌর্যবংশীয় তৃতীয় শাসক। রক্তক্ষয়ী কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্মের দীক্ষা লাভ করে হয়ে ওঠেন মৈত্রী ও অহিংসার মূর্ত প্রতীক। তাঁর শাসনামলে বৌদ্ধ ধর্ম রাজধর্ম ও বিশ্বধর্মের মর্যাদা পায়। এ জন্য তাঁকে বৌদ্ধধর্মের 'কনস্ট্যানটাইন' বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মে ধার্মিকের চূড়ান্ত পরিণতি হলো নির্বাণ বা সকল আকাঙ্ক্ষার অবসান। মহাস্থানগড়ে তাঁর শাসনামলের শিলালিপি (অশোক লিপি) পাওয়া গেছে।

Question 13

কোন গ্রন্থে বাংলার প্রাচীন বয়নশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়?

A রামচরিত

B কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ✔

C আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প

D চর্যাপদ

Solution:
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাংলার প্রাচীন বয়নশিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে বঙ্গদেশের সূক্ষ্ম বস্ত্র, বিশেষ করে মসলিন, রেশম এবং কার্পাস বস্ত্রের উৎপাদন ও বাণিজ্যের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, যা প্রাচীন বাংলায় বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি প্রমাণ করে।

Question 14

প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন কাকে বলা হয়?

A প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

B অশোক

C সমুদ্রগুপ্ত ✔

D দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

Solution:

উপাধি	রাজার নাম
মহারাজা	শ্রীগুপ্ত
রাজাধিরাজ	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
বিক্রমাদিত্য ও সিংহবিক্রম	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
ভারতের নেপোলীয়ন	সমুদ্রগুপ্ত

Question 15

বাংলার প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের নাম কী?

A ভূঁইয়া বংশ

B গুপ্ত বংশ

C সেন বংশ

D পাল বংশ ✔

Solution:
'পাল' অর্থ রক্ষাকর্তা বা রক্ষক। পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলার অরাজক পরিস্থিতির (মাৎস্যন্যায়) অবসান ঘটে। বাংলায় প্রথম দীর্ঘস্থায়ী রাজ বংশের নাম হলো পাল বংশ। বংশানুক্রমিক শাসন শুরু হয় পাল বংশের রাজত্বকালে। পাল বংশের রাজারা একটানা চারশত বছর এদেশ শাসন করেন। পাল বংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।গোপাল বাংলায় পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও পাল বংশের প্রথম রাজা।

Question 16

ধারণা করা হয়, প্রাচীন গৌড় জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল-

A ময়মনসিংহ

B চট্টগ্রাম

C যশোর

D মুর্শিদাবাদ ✔

Solution:
প্রাচীন গৌড় জনপদ মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বর্ধমান ও নদীয়া পর্যন্ত। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কামরূপের সাথে গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌড়ের রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ, বর্তমান মুর্শিদাবাদ। শশাঙ্ককে বলা হতো- গৌড়রাজ।

Question 17

'মহাস্থানগড়' কোন নদীর তীরবর্তী?

A করতোয়া ✔

B যমুনা

C বাঙ্গালি

(D) তিস্তা

Solution:
মহাস্থানগড়ের বগুড়া থেকে ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এর পূর্ব নাম: পুণ্ড্রনগর। মহাস্থানগড়ের বয়স: আনুমানিক ২৫০০ বছর। মহাস্থানগড়ে পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপি পাওয়া গেছে: সম্রাট অশোকের সময়ে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। ভাসু বিহার, বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা ও খোদার পাথর ভিটা বাংলার প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর অন্যতম প্রধান পুরাকীর্তি।

Question 18

‘কৈবর্ত বিদ্রোহ’ সংঘটিত হয়েছিল কার সময়ে?

(A) বল্লাল সেনের

(B) ধর্মপালের

(C) হেমন্ত সেনের

(D) দ্বিতীয় মহীপালের ✔

Solution:
দ্বিতীয় মহীপাল পাল বংশের পঞ্চদশ রাজা ছিলেন। তাঁর শাসনামলে কৈবর্ত/বরেন্দ্র/সামন্ত বিদ্রোহ হয়। কৈবর্ত শব্দটি এসেছে ‘ক’ (পানি) এবং ‘বর্ত’ (জীবনযাপন) শব্দ দুটি থেকে। কৈবর্তরা মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল- কৃষিজীবী ও জেলে। এ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন দিব্য বা দিব্যোক। তিনি দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র অঞ্চলে নিজ শাসন (কৈবর্ত শাসন) প্রতিষ্ঠা করেন।

Question 19

বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি ‘ব্রাহ্মী লিপি’ (মৌর্য যুগের) কোথায় পাওয়া যায়?

(A) ময়নামতি

(B) উয়ারী বটেশ্বর

(C) পাহাড়পুর

(D) মহাস্থানগড় ✔

Solution:
বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি'ব্রাহ্মী লিপি' (মৌর্য যুগের) মহাস্থানগড়ে পাওয়া যায়। মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে প্রায় ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদ, যা অতীতে **পুণ্ড্রনগর** নামে পরিচিত ছিল। প্রায় ২৫০০ বছরের প্রাচীন এই নগরীতে মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের অসংখ্য পুরাকীর্তি ছড়িয়ে আছে, যার মধ্যে সম্রাট অশোকের শাসনকাল তথা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পাথরের চাকতিতে খোদাই করা দুষ্প্রাপ্য লিপি অন্যতম। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই স্থানে যেমন বিখ্যাত সুফি সাধক **শাহ সুলতান বলখির** মাজার শরীফ অবস্থিত, তেমনি এখানে ভাসু বিহার, বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা এবং খোদার পাথর ভিটার মতো জগৎবিখ্যাত সব প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

Question 20

নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর প্রত্নস্থলটি কে আবিষ্কার করেন?

- A এডমাউন্ট এস ফিলিপস
- B এন্ড্রো জেড ফায়ার
- C জন সি মেথার গোমেজ
- D কানিংহাম ✔

Solution:
পাহাড়পুর (সোমপুর মহাবিহার) নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন বাংলার একটি সুবিশাল বৌদ্ধ বিহার ও ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। এটি ১৮৭৯ সালে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম আবিষ্কার করেন।

Question 21

মৌর্য ও গুপ্ত বংশের রাজধানী কোথায় ছিল?

- A গৌড়ে
- B ময়নামতিতে
- C মহাস্থানগড়ে ✔
- D সোনারগাঁওয়ে

Solution:
মহাস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে প্রায় ৮ মাইল উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদ, যা অতীতে **পুণ্ড্রনগর** নামে পরিচিত ছিল। মৌর্য ও গুপ্ত বংশের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়। প্রায় ২৫০০ বছরের প্রাচীন এই নগরীতে মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের অসংখ্য পুরাকীর্তি ছড়িয়ে আছে, যার মধ্যে সম্রাট অশোকের শাসনকাল তথা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পাথরের চাকতিতে খোদাই করা দুষ্প্রাপ্য লিপি অন্যতম। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই স্থানে যেমন বিখ্যাত সুফি সাধক **শাহ সুলতান বলখির** মাজার শরীফ অবস্থিত, তেমনি এখানে ভাসু বিহার, বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা এবং খোদার পাথর ভিটার মতো জগৎবিখ্যাত সব প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

Question 22

ময়নামতি-শালবন বিহার কার কীর্তি?

A. শ্রী শান্তিদেব

B. শ্রী আনন্দদেব

C. শ্রী ভবদেব ✔

D. শ্রী বীরদেব

Solution:
ময়নামতি শালবন বিহার কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত। এটি রাজা মানিক চন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির নামে নামকরণ করা হয়।হার। এটি ৬ষ্ঠ শতকে শ্রী ভবদেব নির্মাণ করেন। এ বৌদ্ধ বিহারের পূর্ব নাম ভবদেব মহাবিহার। কুমিল্লার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গোমতী নদী।

Question 23

উয়ারী বটেশ্বর কী কারণে বিখ্যাত?

A. সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র

B. বাণিজ্য কেন্দ্র

C. প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কেন্দ্র ✔

D. বাণিজ্য সম্পদ প্রাপ্তি

Solution:
উয়ারী বটেশ্বর নরসিংদীর বেলাব উপজেলার উয়ারী ও বটেশ্বর গ্রামে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ বা কয়রা নদীর তীরে অবস্থিত। উয়ারী বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব জনসম্মুখে প্রথম তুলে ধরেন: মুহম্মদ হানিফ পাঠান নামের স্কুল শিক্ষক (১৯৩০)। তাই এটি প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত।

Question 24

সোমপুর মহাবিহার কত সালে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত হয়?

A ১৯৯০ সালে

B ১৯৮২ সালে

C ১৯৮৫ সালে ✔

D ১৯৯৫ সালে

Solution:
নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর মহাবিহার ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) ঘোষিত বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত হয়। এটি ১৮৭৯ সালে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম আবিষ্কার করেন।

Question 25

'সত্যপীরের ভিটা' কোথায় অবস্থিত?

A সোমপুর বিহার, নওগাঁ ✔

B পুঠিয়া, রাজশাহী

C ময়নামতি বিহার, কুমিল্লা

D আনন্দ বিহার, কুমিল্লা

Solution:
সত্যপীরের ভিটা বাংলাদেশের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা। এটি নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, যা ইতিহাসে সোমপুর বিহার নামেও সুপরিচিত। পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল কর্তৃক ৮ম শতকে নির্মিত এই মহাবিহারটি পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার এক অনন্য ভাণ্ডার এবং এটি ভারতীয় উপমহাদেশের বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার হিসেবে স্বীকৃত। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫-২৬ সালে এখানে খনন কাজ পরিচালনা করেন, যেখানে পাল যুগের নিদর্শনের পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুপ্ত যুগের তাম্রলিপি পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কারণে ইউনেস্কো (UNESCO) ১৯৮৫ সালে এই পুরাকীর্তিটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যের (World Heritage Site) স্বীকৃতি প্রদান করে।

Question 26

'মহামুনি বিহার' কোথায় অবস্থিত?

A দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে

B চট্টগ্রামের রাউজানে ✔

C জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ

D সিলেটের হবিগঞ্জে

Solution:
মহামুনি বিহার:
অবস্থান: রাউজান, চট্টগ্রাম।
নির্মাণ: ১৮১৫ সালে (মতান্তরে ১৮১৩ সালে) পাহাড়তলীর মহামুনি গ্রামে টিলার উপর এটি নির্মিত হয়। প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো।

Question 27

উত্তর বাংলায় কার রাজত্বকালে মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়?

A সম্রাট অশোক ✔

B প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

C দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

D কোনটিই নয়

Solution:
মৌর্য রাজবংশ চন্দ্রগুপ্তে হাত দিয়ে শুরু হলেও তার পুত্র বিন্দুসার এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোকের শাসনামলে সাম্রাজ্য চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে।

Question 28

পাল বংশের শেষ 'মুকুটমনি' হিসেবে কাকে অভিহিত করা হয়?

A রামপাল ✔

B ধর্মপাল

C গোপাল

D দেবপাল

Solution:
রামপালকে পালবংশের শেষ 'মুকুটমনি' বলা যায়। রামপালের পর কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল একে একে রাজ হন। তাঁরা সবাই ছিলেন শাসক হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল।

Question 29

নিচের কোন জনপদ লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত ছিল?

(A) গৌড় ✔

(B) রাঢ়

(C) বঙ্গ

(D) হরিকেল

Solution:
গৌড় জনপদ পূর্বে লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত ছিল। ব্যাপক অর্থে 'গৌড়' বলতে অনেক সময় বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র অঞ্চলকে বুঝাত। আদিকালে গৌড় বলতে বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলা ও মালদা জেলার দক্ষিণাংশকে বুঝাত। গৌড়ের রাজধানী শহর ছিল কর্ণসুবর্ণ।

Question 30

সেন বংশের অবসান ঘটে কোন শতকে?

(A) ১৩ ✔

(B) ১২

(C) ১১

(D) ১৪

Solution:
তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে নদীয় আক্রমণে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মাধ্যমে সেন বংশের পতন হয়। তবে লক্ষ্মণ সেনের পর তার দুই ছেলে বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন বিক্রমপুর থেকে কিছুদিন এই এলাকা শাসন করেছিল।

Back